সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা

বোনের হাতে পাঁচ ভাই খুন

সতী হাজেরা খাতুন

প্রণীত :—রহমাতুল্লা মণ্ডল

প্রকাশক—সন্ন্যাসী সরকার

সূচনা—"দয়াল গুরু কল্পতরু সর্বশক্তিমান।
দেবী সরস্বতী সহ লইও প্রণাম ॥"
এবার বন্ধুগণে. বর্ত্তমানে. জানাই বিবরণ।
এ জগতে ঘটছে হায়রে কতই অঘটন ॥
ঘটনা হাওড়া জেলা, নিম্বতলা থানাটির অধীনে।
গ্রামের নামটি চিরাইকুটি রাখিবেন স্মরণে।
ছিল এক মাতব্বর. স্বার্থপর তাহার অত্যাচার।
আপন পর বলে তার ছিলনা বিচার ॥
নাম তার শিমূরালি, যাই বলি মাথায় ছিল টাক্।
বুকে তার ছিলনা পশম, সিংহের মত নাক ॥
বাছেনা হারাম হালাল, খায় পরের মাল পাপিষ্ঠ শয়
বেহস্ত দোজখ বলে তাহার নাহি ছিল জ্ঞান ॥
ছিল তার পাঁচটি ছেলে, জনবলে আনন্দেতে রয়।
তিনটি ছেলের দিছে বিয়া দু'টির নাহি হয়।
একটি মেয়ে আর, নাম তার হাজেরা খাতুন বলে।
অঙ্গ বাঁকা, নয়ন বাঁকা চলে হেলে দুলে ॥
যেন পূর্ণিমার চাঁদ, ছেড়ে আসমান, শিমূরের ঘরে
সতী নারীর মান রাখিতে জন্ম নিলো ভাই ॥
বাড়ে দিনে দিনে, তার যৌবনে, বয়স ষোল হল,
পাঁচটি ভাইয়ের একটি বোন, আনন্দে বিয়া দিল।
হাজেরার বিয়া দিল, স্বামী ভাল দেখতে চমৎকার।
খাক্সার মিয়া নামটি তাহার বলে যাই এবার।
বংশে বুনিয়াদী নিরবধি সৎপথে সে চলে।
খাক্ছার হাজেরা মিলেছে ভাল, যে দেখে সে বলে।
আছে জমাজমি নহে কমি, সংসার গিরস্থি আর।
মোটা মাইনের চাকুরী করে, চটকলের ম্যানেজার

টাকা বিশ হাজার জমা তার সেভিং ব্যাঙ্কে হলো
খাকছার মিয়া মনে তখন ভাবিতে লাগিল।
চাকুরী ছেড়ে দিব না রহিব বিদেশেতে আর।
দেশে গিয়ে এখন আমি করিব কারবার।
একটি পরের মেয়ে, আছে চেয়ে, প্রথম যৌবন।
চাতকিণীর মত বসে, আমারি কারণ।
আছে শ্বশুর বাড়ী চারি মাস, আর কতদিন রবে।
একটি বুড়ী মা সংসারে, তারে দেখবে কে।
এই সব ভেবে মনে, শুভ দিনে হলো রওনা।
সোমবার দিনটি ভাল আছে জ্যোতিষের গণনা।
সেভিং ব্যাঙ্কে গেল, তুলে নিলো টাকা বিশ হাজার।
হাজেরার জন্য নিলো কিনে গলার চন্দ্রহার।
ডিজাইন চমৎকার, নিলো আর সোনার শাখা চুড়ি;
কর্কেট মাকড়ী. সিথি পাটি. বোম্বাই একটি শাড়ী।
আর একটি হাঁড়ি তাড়াতাড়ি রসগোল্লা কিনে।
ট্রেনে উঠে চলে গেল দিবা
এল শ্বশুর বাড়ী, মাস চারি পরে খাকছার মিয়া।
ট্রেন হতে নেমে তখন, পৌঁছিল আসিয়া
রাত দশটার পরে শ্বশুর দ্বারে, উপস্থিত হলো।
বড় সম্বন্ধির দুয়ারে এসে ভাবীরে ডাকিল।
বলে ভাবিজান, বর্ত্তমান, আছেন সব কেমন।
আজি রাতে এল দ্বারে অতিথি একজন।
এল অসময়ে সেই সময়ে, হাজেরা খাতুন।
ভাবির কাছে সেই ঘরেতে করিছে শয়ন॥
শুনে স্বামীর গলা, মন উতলা হাজেরা খাতুন হলো।
ভাবির কানে চুপি চুপি বলিতে লাগিল॥

ভাবী উঠে যাও, বসতে দাও, এল প্রাণ পাখী।
তা না হলে, এত রাতে এল কোন অতিথি।
গলার চেনা স্বর অতঃপর ভাবি উঠে এল।
দুয়ার খুলে ঘরের মাঝে বসতে তখন দিলো।
বলে ঠাট্টা করে, খাকছারের হায়রে মিয়া ভাই।
তোমার মত পাষাণ বুঝি দুনিয়াতে নাই ॥
এমন বোকা মিন্সে, কলির শেষে না দেখি কোথায়।
নতুন বিয়া করে কেবা এমন ছেড়ে রয়।
চারি মাসের ভিতর, বিয়ার পর, তোমায় না দেখিয়া
পিতা তাহার দোসরা কাজ, দিয়াছে করিয়া ॥
শুনে খাকছার মিয়া, ঢোক গিলিয়া বলে ভাবী কি।
সত্য কথা বলছেন না করছেন চালাকী ॥
ভাবী বলে তখন, তোমার মন বুঝিবার কারণ।
ঠাট্টা করে বললে কথা বোঝ না কেমন।
যদি এতই ব্যথা, তবে কথা, ভুলে কেন ছিলে।
সোনার অংগ কালো, হাজেরা ভাসে চোখের জলে।
হাজেরা মুচকী হেসে, এল কাছে, নিকটে তাহার।
স্বামীর চরণে এসে করিল চুম্বন ॥
বলে প্রাণনাথ ধরি হাত দুরে আর থেকোনা।
পথ চেয়ে বসে আছি, মোরে কান্দাইও না।
শুনে খাকছার মিয়া, সান্ত্বনা দিয়া, বলে প্রাণ প্রিয়সী
তোমায় নিয়ে থাকবো দেশে হব না বিদেশী।
আমার গোপন বাণী, দিন রজনী বলব তোমার কাছে
তুমি বিনা খাকছার মিয়ার, আর কে বল আছে ॥
হাজেরা বলিতেছে, মারা গেছে জননী আমার।
ভাইদের নিয়ে গেছে বাবা শালীস করিবার ॥

গ্রামের দক্ষিণ ধারে, পুকুর পাড়ে লালচাঁদ মিয়ার বাড়ী
বলিব সকল কথা, বিছানা দেই পাড়ি।
পাটী হাতে নিলো, পেড়ে দিল বিছানা যখন।
শিমূরালী বাড়ী ফিরে, আসিল তখন।
বলে হাজেরা খাতুন, এল পতিধন চারিমাস পরে।
কাল সকালে যাব আমরা, এবার আপন ঘরে॥
আমার 'স্বামীর' কাছে টাকা আছে উনিশ হাজার।
টাকা দিয়ে দেশে থেকে, করিবে কারবার॥
যাবেনা বিদেশেতে, চাকুরীতে আর বর্ত্তমান।
টাকার কথা শুনে শিমূরের খুশী হল প্রাণ।
কথা কয় গোপনে, পিতার সনে, হাজেরা খাতুন।
খাকছার মিয়া বিছানায় শুয়ে নিদ্রায় অচেতন।
কিছু নাহি জানে, বন্ধুগণে, রাখিবেন স্মরণ।
শমূরালী ক্রোধ ভরে বলিছে তখন॥
লে হাজেরারে, আজ তোমারে আমি করি মানা।
াকছার মিয়া নামটি মোরে, আর শুনাইও না।
ালচাঁদ মিয়ার ঘরে, শুক্রবারে হবে তোমার কাজ।
লিতে সে সব কথা, আমি পাই লাজ॥
লে এলাম দেখে, মনের সুখে কাটাবে জীবন।
তামার জন্য নিয়ে এলাম, পাঁচশো টাকা পণ।
স্তা হয়ে গেল ভাল হল, এল খাকছার মিয়া।
াল সকালে তালাক নিব, কাজীকে ডাকিয়া।
খন যাও ঘরে, ভক্তিভরে রাখিও উহারে।
তের ভিতরে যেন পালাতে না পারে।
তার বাক্য শ্রবণ করে তখন হাজেরা খাতুন।
রে ধীরে স্বামীর কাছে করিল গমন॥

মুখে তার নাই বুলি, শিমুরালী মেজো ছেলেরে কয়।
লালচাঁদ মিয়ায় শীঘ্র করে ডাক এ সময়।
শিমুরের মেজো ছেলে গেল চলে, লালচাঁদ মিয়ার বা
সংবাদ পেয়ে মিয়াসাহেব এল তাড়াতাড়ি।
এসে কয় শিমুরের, কেন মোরে ডাকিলেন আপনি।
কিছু আগে কয় বাপবেটা আসিলেন এখনি॥
আরও কি কথা আছে বলিতেছে শিমুর তখন।
চিন্তা আমার দূর হলো শোন বিবরণ।
এলো খাকছার নিয়া টাকা মিয়া উনিশ হাজার।
লালচাঁদ মিয়া বলে ভাল মিলিল শিকার।
বসে বৈঠকখানায় যুক্তি পাকায় রাতের ভিতরে।
তালাক নিবার কাজটি সারা যাউক একেবারে।
যুক্তি শুনে তখন হাজেরা খাতুন স্বামীকে জাগায়।
বলে ওঠ পতি শীঘ্রগতি প্রাণ যে তোমার যায়।
ডাকিছে শিমুরালী শোন বলি হাজেরা খাতুন।
দরজা খুলিয়া তুমি দাওতো এখন।
হাজেরা কয়না কথা গমের বস্তা ঘরের মধ্যে ছিল
দুজনে ধরে দরজার উপরে খামাল করিল॥
শিমুর ক্রোধ ভরে লাথি মারে দরজার উপরে।
দরজা না ভাঙ্গতে পারে বলে ছেলেদেরে।
তোমরা সিঁদ কাটো ঘরে ঢোকে রাত বেশী নাই।
রাত ফজরের আগে কাজ শেষ করা চাই॥
তার আজ্ঞামতে, সিঁদ কাটতে ছেলেরা লাগিল।
খাকছার মিয়া বলে হায়রে শ্বশুরে জীবন নিলো।
আজি টাকার কারণ, শুনে তখন হাজেরা খাতুন।
স্বামীর লাগিয়া তার জীবন করে পণ।

যায় জীবন যাক্, তবু থাক বেঁচে প্রাণপতি।
স্বামী বিনা অকারণ তুচ্ছ সুখ অতি ॥
ছিল একখানা ছোরা, খাপে পোরা ঘরের ভিতরে।
হীরকের ধার দেওয়া, নিলো হাতে করে ॥
দাঁড়ায় সিঁদের পরে, ইশারা করে স্বামীকে তখন।
লাশগুলি সরাইও তুমি কাটিব যখন ॥
দেখে সিঁদ কেটে, ঘরে উঠে আসিল বড় ভাই।
হাজেরা বলে সাক্ষী থাক আল্লা মালেক সাই।
বাঁচাই স্বামীর প্রাণ বর্ত্তমানে ধরে ছোরা খান।
একে একে পাঁচটি ভাইয়ের কাটিল গর্দ্দান।
ঘরের ভিতরেতে ২ একধারেতে লাশগুলি রাখিল ॥
লাশ হতে রক্তধারায় সিঁদ ভিজে গেল।
দেখে লালচাঁদ মিয়া, চুপ করিয়া শিমূরের কয়।
তোমার জন্মের মত চলে গেল পাঁচটি তনয় ॥
গেছে শেষ হইয়া ভয় পাইয়া পালায় দুইজন।
দুঃখের নিশি পোহাইল হাজেরা খাতুন ॥
ঘরের জানালা খোলে নয়ন মেলে চারিদিকে চায়।
একজন বুড়ি দেখলো তারে চলিছে রাস্তায়।
মাথায় শাকের ঝুড়ি তাড়াতাড়ি যেতেছে বাজারে।
হাজেরা সতী বিনয় করে ডাকিল তাহারে।
লখে একখানা চিঠি মোটামুটি ঘটনা লেখা ছিল।
বুড়ির হাতে দিয়ে তখন বলিতে লাগিল।
লখে বলে আর ইজারাদার বাজারেতে যিনি।
এই চিঠি দিও তারে খুড়া শ্বশুর জানি।
শাক ফেলে দাও শীঘ্র যাও দেরী আর করোনা।
শাকের দাম দশ টাকার নোট দিল সে একখানা ॥

টাকা পেয়ে খুশী রামের মাসী, শাক ফেলে দিয়া।
মোটরে চড়িয়া এল, বাজারে চলিয়া ॥
ইজারদার বসেছিল, চিঠি দিল, তাহারে তখনি।
চিঠি পেয়ে হায় হায় করে, কেঁদে ওঠে তিনি ॥
গেল থানার উপর, দেয় এজাহার দারোগা আসিল।
হাজেরার নিকটে সব শুনিয়া লইল।
যত গ্রামবাসী বলে দে ষী, শিমুর হয় শয়তান।
তার সাথে লালচাঁদ মিয়া করেছে যোগদান।
সাক্ষী পেয়ে বিস্তর, দারোগা সত্বর লাশ চালান দিল
শিমুর লালচাঁদের ধরে তখন, হাজতে পুরিল।
মামলা হয় সেসনে, জুরিগণে, করিল বিচার।
হাজেরা খাতুন পেল পাঁচশো টাকা পুরস্কার ॥
শিমুরের ফাঁসি হৈল, ফুরাইল এ জীবনের খেলা
রংগীন স্বপন ভাঙ্গলো তাহার, দুই দিনের এই মেলা
লালচাঁদ দীপান্তরে, তার ভিটাতে, আর জ্বলেনা বা
শ্বশুরবাড়ী স্বামীর সংগে গেল হাজেরা সতী।
অতএব এই পর্যন্ত করি ক্ষান্ত এই কবিতার সারি।
মুশ্লিম বল আল্লা আমিন, হিন্দু বল হরি।
নমস্কার অন্তে ইতি, দাম সম্প্রতি দশটি পয়সা তাই।
পড়ার পরে পুস্তক আর ফেরৎ দিতে নাই।

এটী সহানুভূতি-